বৃক্ষরোপণ অভিযান বা বনায়ন কর্মসূচি

কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন এক-চতুর্থাংশ বনভূমি। কিন্তু ভারতবর্ষের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ২০-২১ শতাংশ। দেশের ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় এ বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল। এ ছাড়া আমাদের দেশের বনগুলো দ্রুত উজাড় হচ্ছে। ফলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, দেখা দিয়েছে অনাবৃষ্টি। গোটা দেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার উপক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এ সর্বনাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে দ্রুত বনায়ন কর্মসূচি বা বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করতে হবে। কারণ, দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজন। সবুজ গাছ-গাছালি বাতাসের জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং আবহাওয়াকে শীতল রাখে। এর ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃক্ষ জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি, অধিক উত্পাদনে সহায়তা, ভূমির ক্ষয় রোধ, নদীর ভাঙন ও জলস্ফীতির হাত থেকে রক্ষা করে মাটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। সর্বোপরি আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে প্রাণিকুলের ত্যাগ করা বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বৃক্ষ প্রাণিজগতকে জোগায় খাদ্য।

বৃক্ষ মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মানুষ আপ্লুত হয়। জীবন রক্ষাকারী বৃক্ষের এই প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা বনভূমিকে উজাড় করে দেশকে যে মরুকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা কঠোরভাবে দমন করে সবুজে সবুজে দেশকে ছেয়ে দিতে হবে। এ কাজে সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। গাছ লাগানোর জন্য জনমনে সচেতনতার সঞ্চার করতে হবে। বাংলাদেশের বন বিভাগের গুরুদায়িত্ব হবে বৃক্ষের চারা উত্পাদন করে তা বিনা মূল্যে জনগণের মধ্যে সরবরাহ করা। এ অভিযান যদি সার্থক হয়, তাহলে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে বিপন্নতার হাত থেকে।